প্রথম আলো

তারিখ ... 04 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

05 NOV 2016

মাতৃত্বকালীন ছুটির জের

সেই প্রধান শিক্ষকের নাম 'বাদ দিল' উপজেলা কমিটি

আজাদ রহমান, ঝিনাইদহ ●

মাতৃত্বকালীন ছুটি নেওয়ার জের ধরে ঝিনাইদহের সেই প্রধান শিক্ষক সামছুন নাহারের নাম এবার 'বাদ দিয়েছে' উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটি। বিদ্যালয়টি জাতীয়করণের জন্য কমিটির প্রস্তাবিত শিক্ষক তালিকায় সামছুন নাহারের নামই নেই।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার চর-মৌকুড়ি গ্রামের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন সামছুন 'নাহার, মোছা. শামীমা আফরোজ, মোছা. নাসরিন নাহার ও মোছা. রুমানা আফরোজের টাকায় জমি কেনা হয়। ওই জমিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পান সামছুন নাহার।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে সামছুন নাহার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এরপর ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যান। ওই সময় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি মিজানুর রহমান নামের একজনকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়। ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগ দিতে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর *প্রথম আলো*তে 'মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকাকালে চাকরিচ্যুত' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ৮ অক্টোবর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এরপর তিন দফা তদন্ত শেষে উপজেলার তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দীন মোহাম্মদ ওই বছরের ৪ নভেম্বর সামছুন নাহারকে প্রধান শিক্ষক

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

সেই প্রধান শিক্ষকের নাম

শেষ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। এরপর থেকে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন।

গত বুধবার জানতে চাইলে সামছুন নাহার *প্রথম আলো*কে বলেন, চলতি বছরের আগস্টে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণের আওতায় নিয়ে আসার জন্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে কাগজপত্র চাওয়া হয়। কিন্তু উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটি তাঁর বিষয়ে সিদ্ধান্ত না দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কাগজপত্রও পাঠানো সম্ভব হয় না। পরে তিনি জানতে পারেন, গত অক্টোবরে গোপনে তাঁকে বাদ দিয়ে মিজানুর রহমানকে প্রধান শিক্ষক দেখিয়ে উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটি জেলা শিক্ষা কার্যালয়ে প্রতিবেদন দেয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওই প্রতিবেদনে সামছুন নাহার ছয় মাসের ছুটি নিয়ে বিদ্যালয়ে এক বছর যাননি বলে উল্লেখ করা হয়। আরও কিছু কারণে প্রধান শিক্ষক হিসেবে মিজানুরের নাম প্রস্তাব করা হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সামছুন নাহার বলেন, তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগ দিতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। পরে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে তাঁকে স্বপদে ফিরতে হয়। টাকা নেওয়া বা চাকরি করবেন না বলে তিনি কাউকে কিছু বলেননি। তাঁকে বাদ দেওয়ার জন্য এ ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেন তিনি।

মিজানুর রহমান বলেন, প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে বিতর্ক থাকায় তিনি বিদ্যালয়ে যান না। তবে তিনি ওই পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি খয়বার হোসেন বলেন, সামছুন নাহারই বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক। তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকাকালে মিজানুরকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ওই সময় তাঁকে ভুল বুঝিয়ে মিজানুর একটি নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর নিয়েছিলেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, নতুন করে অভিযোগ ওঠায় আবার যাচাই-বাছাই করা হয়। ওই কমিটি মিজানুর রহমানের পক্ষে মত দিয়েছে। এর বেশি কিছু বলতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

গত বৃহস্পতিবার মুঠোফোনে জানতে চাইলে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আতাউর রহমান বলেন, যাচাই-বাছাই কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। আবার শিক্ষক সামছুন নাহারও একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তিনি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন।